মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৫ম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৫

শুভ নববর্ষ

হৃদয়ের তারে দুর্মর হোক নব জীবনের সুর
মানুষের পথে বিপদ বিঘ্ন সংকট হোক দূর...

নববর্ষ একটি অনন্য বার্তা নিয়ে আসে। বিগত দিনের সকল দৈন্য, হীনতা, জীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে নতুন আশায় বুক বাঁধার দিন ১লা বৈশাখ। ব্যর্থতা, হতাশা, দুঃখ-কষ্ট, বেদনাকে পেছনে ফেলে নতুন করে নিজেকে, সমাজকে, জাতিকে এগিয়ে নেয়ার প্রেরণা দেয় নববর্ষ। কেবল বাঙালির জীবনে নয় বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের জীবনেও নববর্ষ এক মহানন্দের দিন। বাঙালি যেমন নানা আয়োজনে পালন করে বাংলা নববর্ষ তেমনি বাংলাদেশের অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মানুষেরাও নববর্ষে বৈসাবি (বৈসু, সাংগ্রাই, বিজু) উৎসবে মেতে ওঠে। নববর্ষকে কেন্দ্র করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে বাংলাদেশ যেন মেতে ওঠে আনন্দযজ্ঞে। তাই নববর্ষে সকল ভয়কে জয় করে অপার সম্ভাবনাময় কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের দিকে হাত বাড়িয়ে গেয়ে উঠি "নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে/শুভ্র-সুন্দর প্রীতি উজ্জ্বল নির্মল জীবনে...।"

বার্ষিক প্রতিবেদন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ও সদস্যসচিব সারা যাকের জাদুঘরের ২৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বিগত এক বছরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন : সবাইকে শুভেচ্ছা। জাদুঘরের এই দীর্ঘ যাত্রায় সব রকমের সমর্থন নিয়ে সাথে ছিল আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী এবং দেশের জনগণ। শিক্ষার্থী বন্ধুদের কথা আলাদা করে বলা দরকার তারা সবসময় আর্থিক সহায়তা করতে পারেনি কিন্তু নৈতিক সমর্থন দিয়ে ভালোবেসে জাদুঘরের সাথে রয়েছে। জাদুঘরের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন এবং বিশেষ ধারায় বিকশিত হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ড নিয়ে জাদুঘর

৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রথম পৃষ্ঠা

২২ মার্চ ২০২৫

উদ্‌যাপিত হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

২২ মার্চ ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হলো। এদিন সকাল ১১টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে ৩০তম বছরের নতুন পথচলা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের। এবছর 'আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ : রাজনীতি ও গবেষণার চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক রওনক জাহান। স্মারক বক্তৃতার আগে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন সংস্কৃতিজন ত্রপা মজুমদার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ট্রাস্টি মফিদুল হক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম। স্মারক বক্তৃতা শেষে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত ৩য় গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীরা অধ্যাপক রওনক জাহান-এর হাত থেকে সনদপত্র গ্রহণ করে। সনদপত্র প্রদানের পূর্বে কোর্স পরিচালক অধ্যাপক আবু মোহম্মদ দেলোয়ার হোসেন বক্তব্য প্রদান করেন। সবশেষে সংগীত পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী শারমিন সাথী ইসলাম ময়না।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন- আজ থেকে ২৯ বছর আগে সেগুনবাগিচায় একটা ভাড়া বাড়িতে এই দিনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্বোধন হয়। রাস্তার ওপর মঞ্চ বানিয়ে স্বাগত বক্তব্য দেয়া শুরু করেছি তখন ঝড় এলো

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মারক বক্তৃতা

মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করার জন্য সর্বজন গৃহীত গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রয়োজন : রওনক জাহান

প্রফেসর রওনক জাহান বাংলাদেশের একজন কৃতিমান অধ্যাপক, গবেষক, জ্ঞানসাধক এবং তাৎপর্যময় গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি অধ্যাপনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। মালয়েশিয়ায় UNAPDC নারী-প্রোগ্রাম এবং জেনেভায় ILO-তে তিনি কাজ করেছেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ও বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো এবং ভারতের দিল্লির সেন্টার ফর দা স্টাডি অব ডেভলোপিং সোসাইটির রজনি কোঠারি প্রফেসর ছিলেন তিনি। বর্তমানে তিনি সিপিডির সম্মানীয় ফেলো। ১৯৭২ সালে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ-ডি উপাধী লাভ করেন। একই বছর নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর গ্রন্থ "Pakistan: Failure in National Integration", যা বাংলাদেশের উদ্ভবের পটভূমি ব্যাখ্যাকারী গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে Women and Development : Perspectives from South and South-East (co-editor), Dhaka, 1971; Bangladesh Politics : Problems and Issues, Dhaka : UPL, 1980; The Elusive Agenda : Mainstreaming Women in Development, London : Zed Books, 1995; Bangladesh : Promise and Performance (editor), London : Zed Books, 2000; and Political Parties

> "আমাদের ইতিহাসটাকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা ২০২৫

‘শোক থেকে শক্তি: অদম্য পদযাত্রা’ এবছর তেরো বছরে পা রাখল। ১৩ বছর আগে ৭জন অভিযাত্রী যে অপূর্ব অভিযাত্রা শুরু করেছিলেন, শত বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে সেই ‘শোক থেকে শক্তি: অদম্য পদযাত্রা’ এখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে পৃথিবীর নানান প্রান্তে। ২০১৩ সালে পর্বতারোহী দল অভিযাত্রী একান্ত নিজেদের মতো করে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবনবাজি রাখা শহিদদের স্মরণে যে পদযাত্রা শুরু করেছিলেন ২০১৬ সালে তাতে এক নবমাত্রা যোগ হয়। সেবছর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অভিযাত্রী’র সাথে যুক্ত হয়ে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে এই পদযাত্রা।

রমজান মাস, একদম ঈদের আগ মুহূর্ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, সব মিলিয়ে এবছর শোক থেকে শক্তি পদযাত্রা আমরা একটু সীমিত আকারে করতে চেয়েছি। যার ফলে অভিযাত্রী মনে করেছিলো কোন প্রকার ইভেন্ট খোলা বা রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু আমাদের এতো এতো শুভাকাঙ্ক্ষি আমাদের ফোন করে, টেক্সট করে পদযাত্রায় অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যে একদম শেষ মুহূর্তে আমরা ইভেন্ট খুলেছি সবার সুবিধার্থে।

২০১৩ সালের ২৬ মার্চ ৭জন অভিযাত্রী স্বাধীনতার ৪২তম বছর উদযাপনের জন্য ঢাকার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার থেকে ৪২ কিলোমিটার হেঁটে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পৌঁছে যে স্বপ্নের বীজ রোপণ করেছিলেন তা আজও অঙ্কুরিত হচ্ছে। কঠিন মাটির ভেতর দিয়ে যে সবুজ কচি ডগা মাথা তুলে দাঁড়ায় শিরদাঁড়া সোজা করে, ঠিক তেমনি একটি প্রজন্ম তার পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে, তাদের কষ্ট অনুভব করে, তাদের স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে সোজা হয়ে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যায় শহিদ মিনার থেকে স্মৃতিসৌধ অবধি। সেই প্রজন্মের রোপণ করা বীজ আজ কঠিন সময়েও শিরদাঁড়া সোজা করে বলে ওঠে, ‘যে মহান আত্মত্যাগে আমরা আজ উচ্চশির-স্বাধীন, সেই ত্যাগ স্মরণ করে শপথ নিই, তোমাদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেবো না। যে শক্ত ভিত্তির পত্তন তোমরা করেছো, তারই উপর নির্মাণ করবো সৌধের পর সৌধ। সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক সৌধ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সৌধ, সম্প্রীতির সৌধ, আর জাতির নবজাগরণের সৌধ।’

ত্রয়োদশ বারের মতো অনুষ্ঠিত এই আয়োজন এ বছর শুরু হয় যথারিতি কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার থেকে সকাল ছয়টায়।

অভিযাত্রী সংগঠক মির্জা জাকারিয়া বেগের সূচনা বক্তব্যের পর জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় পদযাত্রা। এরপর মুক্তির গানের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আর হাতে স্বাধীন বাংলার পতাকা নিয়ে পদযাত্রীদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোড হয়ে ভিসি চত্বরে গিয়ে স্মরণ করে একাত্তরের শহিদদের। এরপর শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের সামনে দিয়ে অভিযাত্রী দল চলে যায় নীলক্ষেত মোড়ে। মিরপুর রোড ধরে এগিয়ে সিটি কলেজ থেকে সাত মসজিদ রোড দিয়ে পিলখানা, মোহাম্মদপুর শারীরিক শিক্ষা কলেজে যায় পদযাত্রা। সেখানে সাংস্কৃতিক মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক সদ্যপ্রয়াত ড. সন্‌জীদা খাতুনকে স্মরণ করে অভিযাত্রীদল।

এরপর মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড হয়ে বসিলা ব্রিজের নিচ থেকে নৌকায় ওঠে অভিযাত্রীরা। তুরাগের বুক চিরে ধেয়ে চলা নৌকায় খোলা বাতাসে উড়ছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা। নয়ারহাট ঘাটে নৌকা থেকে নেমে আলপথ হয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক দিয়ে এগিয়ে চলে যায় জাতীয় স্মৃতিসৌধে। সেখানে অভিযাত্রীরা হাঁটু মুড়ে, নত শিরে, শ্রদ্ধা জানায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আর গভীর ভালোবাসায় উচ্চারণ করে তারুণ্যের দৃপ্ত শপথ। এবছর ৫২জন অভিযাত্রী পুরো হেঁটে স্মৃতিসৌধে পৌঁছায়।

অভিযাত্রী বিশ্বাস করে একদিন এই হেঁটে সংখ্যা বেড়ে বেড়ে মহা সমুদ্রে পরিণত হবে। তখন কোনো আনুষ্ঠানিক আহ্বান থাকবে না, তখন ২৬ মার্চ এলেই শহিদদের স্মৃতির স্মরণে বাঙালিরা এক কদম হলেও হাঁটবে।

ভিডিও দেখতে কিউআর কোর্ডটি স্ক্যান করুন
অথবা
নিচের লিংকে ক্লিক করুন

https://surli.cc/ewjbym

অভিযাত্রী বিশ্বাস করে, একসময় এই পদযাত্রা ইতিহাস হবে। ১৯৫২ থেকে ৭১ স্বাধীনতার পথরেখার ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছাবে। সকল শ্রেণি-পেশার সব বয়সী মানুষ অংশ নিবেন এ অদম্য পদযাত্রায়।

এই পুরো আয়োজনে নিশ্চয়ই অভিযাত্রী’র নানা ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে কিন্তু আন্তরিকতার অভাব নেই একবিন্দুও। দ্বিধাহীনভাবে অভিযাত্রী এই ভুল-ভ্রান্তি মাথা পেতে নিচ্ছে। এই পুরো আয়োজন সফল হয়েছে একান্ত আপনাদের জন্য, যারা শোক থেকে শক্তির মূল উপলব্ধি হৃদয়ে ধারণ করে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন।

মাটি ফুঁড়ে অঙ্কুরিত গাছের মতো শিরদাঁড়া সোজা করে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে এই নতুন প্রজন্ম জাতির বীর সন্তানদের প্রতি যুগযুগান্তর শ্রদ্ধা জানাতে থাকুক এ প্রত্যাশায় অভিযাত্রী।

মো: ইমাম হোসেন, অভিযাত্রী

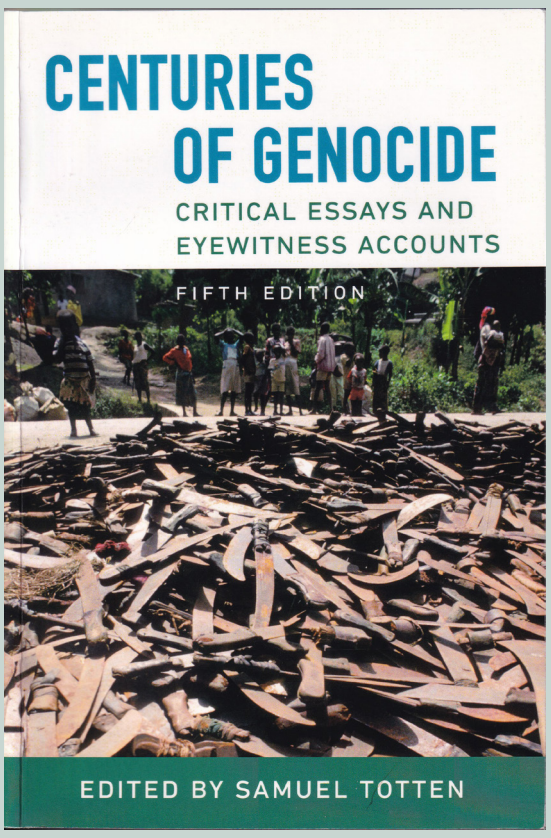

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে গণহত্যা বিষয়ক বই প্রদান করলেন রওনক জাহান

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয় স্যামুয়েল টোটেন সম্পাদিত গ্রন্থ Centuries of Genocide : Critical Essays and Eyewitness Accounts। ‘গণহত্যা অধ্যায়ন-এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এই বইটিতে ১৫টি অধ্যায়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে সংঘটিত নৃশংসতম গণহত্যাকে তুলে ধরা হয়েছে তাত্ত্বিকভাবে গবেষণার মধ্য দিয়ে। জেনোসাইড শব্দার্থে গণহত্যাকে এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সাথে যুক্ত হয়েছে প্রত্যক্ষ দর্শীর ভাষ্য। গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের গণহত্যাকে তুলে ধরা হয়েছে একটি অধ্যায়। এই অধ্যায়টি রচনা করেছেন অধ্যাপক রওনক জাহান। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে তিনি এই বইটি জাদুঘরকে হস্তান্তর করেন।

Researching Perpetrators of Genocide শীর্ষক বিশেষ কর্মশালা

১৫ মার্চ ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রোজেকশন কক্ষে অনুষ্ঠিত হলো সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর আয়োজনে Researching Perpetrators of Genocide শীর্ষক এক বিশেষ কর্মশালা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মশালায় গণহত্যা এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত গবেষণার বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এই কর্মশালার মূল প্রতিপাদ্য ছিল, "Learn the methods to approach close contact research with perpetrators and victims of mass atrocities," অর্থাৎ গণহত্যা ও ব্যাপক বর্বরতার শিকার ব্যক্তিদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে গবেষণার কৌশলগুলো শেখা। কর্মশালা পরিচালনা করেন ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবার আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শেল অ্যান্ডারসন। তিনি একজন খ্যাতনামা আইনবিদ এবং সামাজ বিজ্ঞানী, যিনি বিশেষভাবে গণহত্যা, মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গভীর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার আলোকে কর্মশালাটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।

কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল, গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার এবং perpetrator (অপরাধী) দের সম্পর্কে গবেষণা করার প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগুলো শেখানো। এমন ধরনের গবেষণায় অনেক চ্যালেঞ্জ থাকে, বিশেষ করে যখন অপরাধীদের এবং অপরাধের শিকার ব্যাক্তিদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এই ধরণের যোগাযোগে একটি সংবেদনশীল এবং নৈতিক অবস্থান নিতে হয়, কারণ এটি উভয় পক্ষের জন্যই অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা হতে পারে।

শেল অ্যান্ডারসন বলেন, 'গবেষণার এই ধরণটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং এজন্য খুব সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।' তিনি গবেষকদের জন্য একাধিক নৈতিক নির্দেশনা প্রদান করেন, যাতে তারা এই ধরনের গবেষণায় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করতে পারেন এবং তাদের গবেষণার ফলাফল সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন। তার মতে, এমন কাজের জন্য একটি শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি এবং গভীর সহানুভূতি প্রয়োজন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, যারা মানবাধিকার, আইন এবং সামাজ বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী। তারা কর্মশালায় বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে ধরেন এবং প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে গবেষণার চ্যালেঞ্জ ও সল্যুশনস সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ধারণা লাভ করেন। কর্মশালায় আলোচনা করা হয় কীভাবে গবেষকরা এই ধরনের গুরুভারী বিষয়গুলো পরিচালনা করতে পারেন এবং কীভাবে তারা নিরাপদ এবং নৈতিকভাবে গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেন।

এছাড়াও, কর্মশালায় এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয় যে, গণহত্যা বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের প্রতি সদয়, সম্মানজনক এবং সহানুভূতিশীল মনোভাব রাখা জরুরি। গবেষণার সময় ভিকটিমদের অভিজ্ঞতা শোনার ক্ষেত্রে তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। পাশাপাশি, অপরাধী বা perpetrators-এর সাথে সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রেও তাদের সাথে মানবিক দৃষ্টিকোণ এবং নৈতিকতার ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মশালাটি ছিল শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা। তারা গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত শিখতে পেরেছেন এবং এই ধরনের গবেষণার জন্য যে মনোভাব ও দক্ষতা প্রয়োজন, তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। কর্মশালায় শিক্ষার্থীরা জানতে পেরেছেন, কীভাবে তারা এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গবেষণার অংশ হিসেবে তাদের একাডেমিক এবং পেশাগত জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

সমগ্র কর্মশালা ছিল এক অমূল্য অভিজ্ঞতা, যেখানে গণহত্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো গুরুতর বিষয়গুলো গবেষণার মাধ্যমে বোঝার এবং ভিকটিমদের সাহায্য করার নতুন পন্থাগুলো খোঁজার সুযোগ পাওয়া গেছে।

আতীদ সিদ্দিক
রিসার্চ ইন্টার্ন, সিএসজিজে

মু|ক্তি|যো|দ্ধা|র ||ভা|ষ্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আউয়াল

আমি আব্দুল আউয়াল। পিতা মো: ইয়াসিন মিয়া। আমার গ্রাম কামারপাড়া, থানা তুরাগ। ১৯৭১ সালে এই থানা ছিল মিয়াপুর। আমি ১৯৬৮ সালে এসএসসি পাস করেছি। যখন ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান শুরু হয় আমি তখন ভাওয়াল বদরে আলম কলেজের ছাত্র। আমরা স্বাধীন, সুন্দর বাংলা চাই এরকম একটা ভাবনা আমাদের মাঝে ছিল। ৭১ সালে আমি তৎকালীন জিন্নাহ কলেজে (বর্তমানে তিতুমীর কলেজ) পড়ি। ৭০-এর নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করার পরেও আমাদের বাঙালিরা যখন অপেক্ষা করছিল দেশ শাসন করার সেই মুহূর্তে আমার দিব্যি মনে আছে জিন্নাহ কলেজে বসে কলেজের রেডিওতে শুনতেছিলাম ইয়াহিয়া খানের সেই ভাষণ পহেলা মার্চ অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন বন্ধ থাকবে। আমরা সকল ছাত্ররা তখন মহাখালী এলাকাকে প্রকম্পিত করে স্লোগান দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। তখন আমাদের একটাই স্লোগান ছিল পাকিস্তানকে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার। সেখান থেকে উদ্দীপনা নিয়েই আমরা দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলাম। ২৬শে মার্চের কালরাত্রির পরে আমরা টঙ্গী এলাকার সব লোক মিলে ২৭ মার্চ টঙ্গী ব্রিজ ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলাম যাতে পাক বাহিনী যেতে না পারে কিন্তু আমরা পারি নাই। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় ও ২৮ মার্চ সকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী টঙ্গীতে আক্রমণ করলো। আমরা আশুলিয়ার জিরাবোতে আশ্রয় নিলাম। সেখানে আমাদের সাথে যারা ছিলো তারা বিভিন্ন স্থানে চলে যেতে থাকলো। এরপরে আবার মে মাসের শেষের দিকে আমরা বন্ধুরা একত্রিত হলাম মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য। আমি আমার দশ বারো জন বন্ধুকে সাথে নিয়ে ভারতে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমরা কুমিল্লার কসবার চারগাছ দিয়ে বর্ডার পার হয়ে অনেক কষ্টে আগরতলা হাপানিয়া ক্যাম্পে পৌঁছলাম। তৎকালীন সময়ে আমাদের জাতীয় সংসদের সদস্য আব্দুল হাকিম আশরাফ তিনি ছিলেন হাপানিয়া ক্যাম্পের দায়িত্বে। আমরা সেখানে অবস্থান করার পর আমাদের তৎকালীন নেতা গাজী মোজাম্মেল ভাই ও হাসান উদ্দিন সরকার আমাদেরকে নিয়ে গেলেন কলেজ টিলা নামক এক জায়গায় এবং সেখানে দুদিন থাকার পর প্রশিক্ষণের জন্য আমাদেরকে পাঠানো হলো আসামের কাছাড় জেলায়। মুজিব বাহিনীতে আমাদের রিক্রুট করা হলো। আমাদেরকে শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বাধীন দলে দেওয়া হলো। এরপর আমাদেরকে ৪২ দিন ট্রেনিং দেওয়া হলো। তিনদিন জঙ্গলে ট্রেনিং দেওয়ার পর আমাদেরকে এসএলআর দেড়শো রাউন্ড গুলি আর চারটা গ্রেনেড দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমরা ব্যাক করার সময় আগরতলার গ্লাস ফ্যাক্টরি নামক স্থানে রাখা হলো উপযুক্ত সময়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার জন্য। একদিন আমাদের গ্লাস ফ্যাক্টরির পাশেই হামলা হলো। পরদিনই আমাদেরকে সেখান থেকে সেনাকেন্দ্রে নিয়ে গেল এবং পরবর্তীতে আর্মি ভ্যানে করে আমাদেরকে জঙ্গলে নামিয়ে দিল। পরদিন অন্য মুক্তিযোদ্ধারাও আমাদের সাথে যোগ দিল। আমরা প্রায় একশ বিশ জনের একটা দল যাত্রা শুরু করলাম খুব সম্ভবত রাত নয়টা পৌনে নয়টার দিকে। আমরা হাঁটতে হাঁটতেই চারদিকের গোলাগুলির ভেতর দিয়ে অনেক কষ্টে রাত দুইটার দিকে কুমিল্লার গোমতী নদীর পাড়ে আসলাম। মাঝিকে ডেকে নদী পার হলাম। গোমতী নদী পার হয়ে মুরাদনগরের পাশ দিয়ে রাতের অন্ধকারে বাটাকান্দি এসে হোল্ড করলাম। পরবর্তী সময়ে মেঘনার পাড় হয়ে আড়াইহাজার দিয়ে রূপগঞ্জে আসলাম। রূপগঞ্জে এসে আমরা যখন একটু অপেক্ষা করতেছিলাম তখন পাকিস্তানের এক গ্রুপের আক্রমণের শিকার হই। সমস্ত দিন রাত হেঁটে আমরা তখন একটু ক্লান্ত ছিলাম। আমরা সেখানে কোনমতে প্রাণে রক্ষা পাই। রাতেই আমরা সেই স্থান ত্যাগ করে গাজীপুরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেই। সেখান থেকে গাজীপুর জেলার ইছরকান্দি গ্রামে আসি। সেখান থেকেই আমরা বিভিন্ন অপারেশন করতে থাকি। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যেসব শান্তি কমিটির লোক ছিল তাদের ধরে বিভিন্নভাবে নিরুৎসাহিত করতে থাকি। আমি এবং আমার দল ছয়দানা নামক স্থানে যুদ্ধ করেছি। আমরা আশুলিয়ায় যুদ্ধ করি। সেখানে পাক বাহিনীর সাথে প্রচুর গোলাগুলি হয়। তারপর আমরা সেখান থেকে এসে অন্য দিনে রোস্তমপুরে তাদেরকে আক্রমণ করি। তারা পালিয়ে গেল কিন্তু আমরা চার জন পাকিস্তানি সৈন্যকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

সাক্ষাৎকার: শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

পল-এলেন কনেট দম্পতির মানবিকতার গল্প নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনী

বক্তব্য প্রদান করছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার জেমস গোল্ডম্যান ও জার্মান রাষ্ট্রদূত আখিম ট্রোস্টার

গুলশান সোসাইটি আয়োজিত এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিবেদিত মুক্তিযুদ্ধে পল কনেট ও এলেন কনেট দম্পতির মানবিকতার গল্প নিয়ে 'হিউম্যানিটি ইজ ওয়ান' শিরোনামে প্রদর্শনী।

২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে গুলশান পার্কে শুরু হওয়া তিন দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার জেমস গোল্ডম্যান ও জার্মান রাষ্ট্রদূত আখিম ট্রোস্টার। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহযোগী-ট্রাস্টি গীতাংক দত্ত, অ্যাকশন বাংলাদেশের সদস্য আবদুল মাজিদ চৌধুরী, গুলশান সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল সৈয়দ আহসান হাবীব নাসিমসহ প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার জেমস গোল্ডম্যান বলেন, পল ও এলেনের যাত্রাটা অনুপ্রেরণাদায়ক। তাঁদের এ গল্প বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার যে ঐতিহ্য তার একটি শক্তিশালী নিদর্শন। মহাদেশ পাড়ি দিয়ে মেডিকেল ভ্যানে বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়ে আসার যাত্রাটা অতুলনীয় উল্লেখ করে জেমস গোল্ডম্যান বলেন, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী জার্মান সংবাদ মাধ্যমে গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হতো বলে উল্লেখ করেন ঢাকায় নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত আখিম ট্রোস্টার। তিনি বলেন, 'আমার মনে পড়ে, শেখ মুজিবুর রহমানের নাম শুনতাম তখন আমরা। স্বাধীনতার পর যে দুর্ভিক্ষ, সেটাও জার্মান সংবাদ মাধ্যমে ভালোভাবে এসেছে। এভাবে বাংলাদেশ একটি পরিচিত নাম হয়ে উঠেছিল আমাদের কাছে।' ট্রোস্টার বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করেছিল জার্মানি। তখন থেকে বাংলাদেশ আমাদের নির্ভরযোগ্য সহযোগী। শুধু উন্নয়নের সহযোগী হিসেবে নয়, গণতান্ত্রিক রূপান্তরেও জার্মানি বাংলাদেশের পাশে থাকবে।

স্বাধীনতার পর পল কনেট ও এলেন কনেটকে খুঁজে পাবার ঘটনা বর্ণনা করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, '১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সময় আমরা মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণিক দলিল খোঁজা শুরু করি। তখন পল কনেট ও এলেন কনেটকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কেউ তাঁদের সন্ধান দিতে পারছিলেন না। ১৯৭১ সালের পর তাঁরা কোথায় থাকছেন, সে বিষয়ে কারও কোনো ধারণা ছিল না। এরপর ২০১১ সালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) হারুনুর রশিদ কানাডায় এক ট্রেনের মধ্যে পলের সাক্ষাৎ পান। এরপর পলের সঙ্গে যোগাযোগ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী বন্ধুদের সম্মাননা জানানোর সিদ্ধান্ত নিলে পল ও এলেনকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মফিদুল হক বলেন, 'সম্মাননা দেওয়া হলে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যশোরে যাই আমরা। ত্রাণের নৌকা নিয়ে যশোর হয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছিলেন এলেন কনেট। যশোরের একটি চার্চে অবস্থান নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রাজাকাররা তাঁর অবস্থান পাকিস্তানি আর্মির কাছে বলে দিলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে দুই বছরের সাজা দিয়ে যশোর জেলে প্রেরণ করা হয় এলেনকে।'

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নিজ দেশে ফিরে যান পল ও এলেন কনেট। বর্তমানে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। এই দম্পতি দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ ও পানিদূষণ রোধে কাজ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন যুক্তরাজ্যপ্রবাসী বাংলাদেশী ও তৎকালীন ব্রিটিশ শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা প্ল্যাটফর্ম 'অ্যাকশন বাংলাদেশ'-এর সদস্য আবদুল মাজিদ চৌধুরী বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ যখন ঢাকায় গণহত্যা ঘটে, সে সময় আমি শিক্ষার্থী হিসেবে লন্ডনে ছিলাম। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। ওই সময় আবু সাঈদ চৌধুরী জেনেভায় বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সম্মেলনে অংশ নিতে যান। ২৬ মার্চ তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসেবে সম্মেলনে যোগ দেন। এ সুযোগে আবু সাঈদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার বাইরে কী হচ্ছিল, সেগুলোর বর্ণনা তুলে ধরেন। ওই দিনই বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে লন্ডন চলে যান এবং তাঁকে ব্রিটিশ শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করার দায়িত্ব দেন বলে জানান আবদুল মাজিদ চৌধুরী। এভাবেই গড়ে ওঠে 'অ্যাকশন বাংলাদেশ'।

গুলশান সোসাইটির আহ্বায়ক শ্রাবন্তি দত্তের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে জোয়ান বায়েজের বাংলাদেশ গানটি পরিবেশন করেন সঙ্গীতশিল্পী এলিটা করিম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে আমন্ত্রিত অতিথিরা প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ২০১৩ সালে পল ও এলেন কনেট বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। সে সময় তাঁরা সংবাদ সম্মেলনে তাঁদের একাত্তরের গল্প শোনান। পল ও এলেন কনেট তাঁদের স্মৃতিবিজড়িত যশোরের একটি চার্চ, কারাগার এবং আদালত ঘুরে দেখেন। ২০১৯ সালে কনেট দম্পতি পুনরায় বাংলাদেশে ভ্রমণ করেন এবং দীর্ঘ ৪৮ বছর পর ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুলের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুলের নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন পল। অনেকবছর পর স্মৃতিবিজড়িত স্থান ঘুরে দেখা, দুনিয়ার দুই প্রান্তের দুই মুক্তিসংগ্রামীর সাক্ষাৎ সবই উঠে এসেছে প্রদর্শনীস্থলে প্রদর্শিত ভিডিওচিত্রে।

'হিউম্যানিটি ইজ ওয়ান' প্রদর্শনীটির কিউরেশন ন্যারেটিভ, কনসেপ্টচুয়াল ডিজাইন ও গবেষণা করেছেন মফিদুল হক এবং কিউরেশন ও ডিজাইন করেছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কিউরেটর আর্কাইভ অ্যান্ড ডিসপ্লে আমেনা খাতুন ও আর্কাইভ দল। প্রদর্শনীটিতে 'সীমানা পেরিয়ে মানবতা', 'দখলীকৃত বাংলাদেশে কনেট দম্পতি' এবং 'অনেক দিনের পর' তিনটি পর্বে প্রায় ৮৫ টি আলোকচিত্র, ডায়েরি এবং চিঠিপত্রে পল কনেট এলেন কনেট দম্পতির যুদ্ধকালীন মানবিক কর্মকাণ্ড, বহুবছর পর স্বাধীন বাংলাদেশ পরিভ্রমণ এবং 'অ্যাকশন বাংলাদেশ'-এর যুদ্ধকালীন কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে।

উল্লেখ্য একাত্তরে পাকবাহিনীর গণহত্যাযজ্ঞ ও মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরপরই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের সঙ্গে সংহতি আন্দোলন সূচিত হয়। এপ্রিল মাসে ইংল্যান্ডে বাংলাদেশের পক্ষে কাজে ঝাঁপ দেন নব-বিবাহিত দম্পতি পল ও এলেন কনেট। লন্ডনে গঠিত হয় 'অ্যাকশন বাংলাদেশ' যার সভাপতি হন পল কনেট এবং তরুণ শিক্ষয়িত্রী মারিয়েটা প্রকোপে হন এর সম্পাদক। 'অ্যাকশন বাংলাদেশ' গণহত্যা প্রতিরোধ ও শরণার্থী সহায়তায় নানা ধরনের কাজ করে। ১ আগস্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারে বাংলাদেশের সমর্থনে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভার মূল উদ্যোক্তা ছিল এই সংগঠন।

'অপারেশন ওমেগা'র জন্য অর্থ সংগ্রহ করে দুটি অ্যাম্বুলেন্স ও ত্রাণ নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে আসেন দলের সদস্যরা। ১৭ আগস্ট বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা আটকে দেয় পাকিস্তানি বাহিনী। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারিত হয় এই সংবাদ। এরপর ১ অক্টোবর একদল মুক্তিযোদ্ধার সাথে সীমান্ত পেরিয়ে ফরিদপুরের মুক্ত অঞ্চলে পৌঁছান পল কনেট। তিনি ও তাঁর সঙ্গী ফ্রিয়ার স্প্রেকলি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও জনজীবনের অনেক ছবি তোলেন, ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেন অভিজ্ঞতা। অন্যদিকে ৩ অক্টোবর গর্ডন ফ্রেজেনসহ নৌকায় ত্রাণসামগ্রী নিয়ে **৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

পল-এলেন কনেট দম্পতিরমানবিকতার গল্প

৪-এর পৃষ্ঠার পর

ইছামতী নদী বেয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে এলেন কনেট পৌঁছান ঝিকরগাছার শিমুলিয়া গির্জায়। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ায় তাঁদের গ্রেপ্তার করে পাকবাহিনী, যশোর আদালতে হাজির করলে দু-বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয় তাঁদের। খবর জেনে পল কনেট ফিরে যান আমেরিকায়, চেষ্টা করেন এলেনের মুক্তির। ইতোমধ্যে যুদ্ধের গতি পাল্টে যায়, ১০ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হলে কারাগার থেকে বের হন এলেন কনেট। ফিরে যান আমেরিকায়, নিউ ইয়র্কের বিমানবন্দরে মিলন হয় মানব-দরদি তরুণ দম্পতির।

আর্কাইভ ও ডিসপ্লে বিভাগ
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

উদ্‌যাপিত হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্ষ্যাপা বুনো। কাক ভেজা ভিজে আমরা ভবনে প্রবেশ করলাম। শহিদ বুদ্ধিজীবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক রাশীদুল হাসানের দৌহিত্রী শিশু অর্চি হক শিখা চিরন্তন জ্বালিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শুভ উদ্বোধন করে। তখন দোতলার বারান্দা থেকে শিল্পীরা 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' গানটি গাইছে। এখন অর্চি অনেক বড় হয়ে গেছে। তাদের পরিবারের মতো অসংখ্য পরিবার মুক্তিযুদ্ধে নিজের আপনজন হারিয়েছে। শহিদের স্মৃতি যেন ধরে রাখা যায় সেজন্য তাদের অংশীজন হয়ে আমরা দায় নিয়েছিলাম আটজন সাধারণ নাগরিক। প্রয়াত ট্রাস্টি কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইনের ভাষায় আমার সাত ভাই চম্পা ও এক বোন পারুল। আমরা উদ্যোগটি নিয়েছি বটে কিন্তু গত ২৯টি বছর ধরে আমরা কেবলই উদ্যোক্তা, এদেশের সাধারণ নাগরিক, মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ পরিবার এবং মুক্তিযুদ্ধ যে ধারার রাষ্ট্র গড়তে চেয়েছে সে ধারার সাধারণ মানুষেরা এই জাদুঘরটিকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রদর্শিত ইতিহাসের বয়ানটাও খুব সাধারণ, স্পষ্ট ও সরল। এদেশের মানুষ বৈষম্যের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে ও তার স্বাধিকারের জন্য যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম পরিচালনা করেছে এবং ২৫ মার্চের পরে আরম্ভ হওয়া সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এই দেশটি স্বাধীন করেছে। এই বয়ানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আজও একনিষ্ঠ রয়েছে।সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে মুক্তিযুদ্ধ যেমন একটা জনযুদ্ধ ছিল তেমনি সর্বজনের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর জনগণের জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। এর সাথে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাধারণ মানুষের আবেগ কীভাবে জড়িয়ে রয়েছে সেটি গত ১০ মার্চ তারিখের অগ্নিকাণ্ডের পর মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখে নতুনভাবে উপলব্ধি করেছি আমরা। এটি সাধারণ দুর্ঘটনা এখন পর্যন্ত যতটুকু মনে হয়। আমাদের জেনারেটরে আগুন ধরে গিয়েছিল। আমাদের ভবনের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি, আমাদের সংগ্রহশালারও কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে সাধারণ মানুষের যে উৎকণ্ঠা দেখেছি, তাতে একটা আস্থার জায়গা পেয়েছি। আমরা সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। সবশেষে আজকের প্রজন্মকে বলতে চাই, 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যেন আড়াল না হয়, যেনো বিস্মৃত না হয়। যদি হয়, তবে শহিদ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অসম্মান করা হবে। মুক্তিযুদ্ধকে যেকোন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করেন না কেন– আমি মুক্তিযোদ্ধা আর তাজউদ্দীন সাহেব সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা! এটিও ক্ষমা করে দিলাম, যা ইচ্ছা বলেন! মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার দায় আমাদের সকলের। আজ ট্রাস্টি ও কর্মীদের পক্ষ থেকে আমি বলতে চাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সুরক্ষায় এদেশের অগণিত মানুষ যেন আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়।'

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক তার বক্তব্যে বলেন, 'আজকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্মদিন। আমাদের সকলের জন্য এটি আনন্দের দিন। এই জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও অগ্রগতির পেছনে বহু মানুষের অবদান আছে, তাদের সকলের কথাই আজকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে যে অগনিত মানুষের আত্মদান, বীর শহিদদের জীবন বিসর্জন, বহু মানুষের চরম নির্যাতন ভোগ, তার সঙ্গে এই আন্দোলনের যারা কাণ্ডারী- বঙ্গবন্ধু, তার সঙ্গে জাতীয় চার নেতা ও মুক্তিযুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন ও অগণিত মানুষ যারা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে অংশ নিয়েছেন, সহায়তা করেছেন সকলকে স্মরণ করি। বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমাদের যাত্রাকালের আটজন ট্রাস্টির মধ্যে যে তিনজন ট্রাস্টি আজকে নেই আলী যাকের, রবিউল হুসাইন ও জিয়াউদ্দীন তারিক আলী। এই জাদুঘরের প্রতিটি জায়গায়, প্রতিটি ইটে পরতে পরতে যাদের হাতের স্পর্শ লেগে আছে। আর আরও অনেক সুহৃদ আমাদের প্রয়াত হয়েছেন তাদেরকেও আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। আজকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হয় অধ্যাপক রওনক জাহানকে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অংশী হওয়া আর তার সঙ্গে চলমান ইতিহাসের যে ক্রনিক্যাল যে ইতিহাসটা পরতে পরতে উন্মোচিত হচ্ছে সেটা নিয়ে গবেষণা করা এবং সে গবেষণাকে এমন মাত্রায় নিয়ে যাওয়া তার পেছনে যে নিষ্ঠা যে সাধনা তার খুব সামান্য পরিচয় আমরা পেলাম। কিন্তু সেটা আমাদের সকলের জন্য খুব অনুপ্রেরণা দায়ক। আজকে এই অনুষ্ঠানে গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সার্টিফিকেট দেয়া হবে, তারা রওনক জাহানের হাত থেকে সার্টিফিকেট নিবে, আমার মনে হয় এটি তাদের জন্য এক ধরনের দায়বদ্ধতা এবং অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবে। আজকে যে প্রশ্নটা উঠে এসেছে বাংলাদেশের গণহত্যা, গণহত্যা নিয়ে গবেষণা এবং তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সেটা আমাদের সকলেরই একটা খুব বড় দায় হিসেবে আমরা অনুভব করি। এই গবেষণায় সেমুয়েল টোটেন সম্পাদিত যে বইটা সেঞ্চুরিজ অব জেনোসাইড এটা খুব পাইওনিয়র একটা ওয়ার্ক। এর আগে গণহত্যা নিয়ে অনেক বই বেরিয়েছে সেখানে আর্মেনিয়া, হলোকাস্ট, কম্বোডিয়া, যুগশ্লাভিয়া, রুয়ান্ডা জায়গা পেলেও কোথাও বাংলাদেশ জেনোসাইড কিন্তু সেখানে জায়গা পায়নি। কেন এই জেনোসাইডটা বাদ পড়লো সেটাও একটা ভাবার বিষয়। সেখানে এই বইটিতেই প্রথম গ্লোবাল জেনোসাইডের পারসপেক্টিভে বাংলাদেশ জেনোসাইড নিয়ে যে অধ্যায় সেটি তিনি লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এখন পর্যন্ত জেনোসাইড এবং জাস্টিজের ওপর ১০টি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছে। এসব সম্মেলনে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ অনেক স্কলার যোগ দিয়েছেন। এভাবে নবীন গবেষকদের তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। এসব নবীন গবেষকদের অনেকেই ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব জেনোসাইড স্কলাসের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছেন। আমি বলবো একাডেমিক ওয়ার্ল্ডে বাংলাদেশ জেনোসাইড আজকে যে স্বীকৃতি পেয়েছে এর সূচনাটা কিন্তু অধ্যাপক রওনক জাহানের হাত ধরে। আমরা গর্বিত যে আজকে তিনি স্মারক বক্তৃতাটা দিলেন। আমার একটা ব্যক্তিগত সম্পৃক্তি এখানে রয়েছে, উনি যে প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য এখানে যুক্ত করেছেন সেটি রশীদ হায়দার সম্পাদিত '১৯৭১ : ভয়াবহ অভিজ্ঞতা' এই বইটিতে রশীদ হায়দারের সাথে খুব ঘনিষ্টভাবে আমি কাজ করেছি। আমিই বইটির প্রকাশক। তখন রওনক জাহানের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্য একটা যোগাযোগ হয়েছিল। ওনার এই লেখাটার সাথে এই সম্পর্ক আমার সেটা তো একটা বিষয় কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা বইটিতে প্রথম যে প্রত্যক্ষদর্শী কালীরঞ্জন শীল, তার জগন্নাথ হলের ভয়াবহ ভাষ্য, সারা জীবন তাকে সেটা বহন করতে হয়েছিল। সেসময় আমি, রশীদ হায়দার ও কালীরঞ্জন শীল বসে সেটা করেছি, খুব কঠিন সে কাজ। যারা ভিক্টিম তাদের জন্য খুব ট্রমাটিক একটা ব্যাপার এটা। আমাদের একটা দায়িত্ব হলো এইগুলো গবেষণা করে তত্ত্বমূলকভাবে বিশেষ করে ইংরেজিতে প্রকাশ করা। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উচ্চ শিক্ষায় প্রফেসর এডাম জোন্সের বইগুলো আজকে বেসিক পাঠ্য বই। 'ওনার দি স্কার্জ অব জেনোসাইড' বইতে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু কথা ছিল। উনি শ্রীলঙ্কায় ক্রিকেট বিশ্বকাপ দেখতে এসে বাংলাদেশে একটা সাইড ট্রিপ নিয়েছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেও এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন আমি বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে পরের বইয়ে একটা চ্যাপ্টার যোগ করতে চাই। পরবর্তীতে তিনি 'সাইটস অব জেনোসাইড' বইতে বাংলাদেশ জেনোসাইড চ্যাপ্টার রেখেছেন। ক্যামেব্রিজের সাথে মিলে বেন কিয়ের্নানের তিন ভলিউমের 'গ্লোবাল হিস্ট্রি অব জেনোসাইড' বইতে বাংলাদেশ জেনোসাইড নিয়েও অধ্যায় আছে। একাডেমিক ওয়ার্ল্ডে এই রিকোগনিশনটা আমাদের হয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনে এটা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ভাবে ইউএন বা এ ধরনের যে সংস্থাগুলো আছে তাতেও আমাদের অনেক কাজ করার আছে। এসব কাজে অধ্যাপক রওনক জাহান ও প্রফেসর রেহমান সোবহান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে নানা সময় নানাভাবে সহায়তা জোগান। বাইরে থেকে যখনই স্কলাররা আসেন তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে পাঠান। আজকে জাদুঘরের ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই দিনে অধ্যাপক রওনক জাহানের এই বক্তৃতাটা একটা গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে আগামী দিনে এবং তরুণ গবেষকরাও এখানে যুক্ত হবে। আমরা খুবই আশাবাদী যে তরুণ প্রজন্মের সাথে মুক্তিযুদ্ধের সংযোগ যদি আমরা অর্থপূর্ণভাবে ঘটাতে পারি তবে এই প্রজন্মই এই সাধনাটা বহমান রাখবে। সকলের কল্যাণ হোক।'

প্রতিবেদক: শরীফ রেজা মাহমুদ

তৃতীয় গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স-২০২৫ এ অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা

রূপম রায় রূপ

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ
শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, ঢাকা

গত ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত তৃতীয় গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০২৫। ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যে ৩০জন এই কোর্সটিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় আমিও তাদের মধ্যে একজন। প্রথমবার ডকুমেন্টারি ফিল্মওয়ার্কশপে এসেই জানা হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ঢোকা যায় সহজে কিন্তু বের হওয়া যায় না। কাজেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে আমার আরো একটি যাত্রা।

আমি শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। ইতোপূর্বে গবেষণা শব্দটির সাথে আমার ইচ্ছায় আর ভাবনায় কিছুটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল বটে কিন্তু গবেষণা বিষয়টির সাথে আমার কর্ম, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল একদমই শূন্য। ফলে গবেষণা বিষয়ক প্রাথমিক ধারণালাভের প্রত্যাশা থেকেই এই প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে আমার যুক্ত হওয়া। আমাদের এই কোর্সটি পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। কোর্সের মোট আঠরটি ক্লাসে সাজানো রুটিনটি হাতে পেয়েই মনে হয়েছিল কোর্সটি আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিতে যাচ্ছে। আর ঠিক তখনই নিজের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল গোটা যাত্রায় মনোযোগী থাকবার। প্রথমদিন ক্লাসে গিয়ে আমার বাকি সহপাঠীদের সাথে পরিচিত হয়ে জেনেছিলাম আমরা প্রত্যেকেই বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ স্ট্যাডি ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ইনস্টিটিউট থেকে এসেছি। দ্বিতীয় দিনে বধ্যভূমি পরিদর্শন শেষে জাদুঘরের লাইব্রেরি কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল। প্রত্যেকে একটি করে বই পছন্দ করি এবং এক সপ্তাহের সময় পাই বইটি পড়ে বইটির পাঠ-প্রতিক্রিয়া লেখার। অর্থ্যাৎ আমরা নবীন গবেষণা শিক্ষার্থীরা এরই মাঝে গ্রন্থ-পর্যালোচনা লেখার ধারণা পেয়ে গেলাম। প্রায় পনেরো জন ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক একটি জটিল ও দূরুহ বিষয়কে আমাদের নিকট সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরেন। ক্লাসগুলোতে আলোচ্য বিষয়ের ওপর যে ধারণা তৈরি হতো তার ভিত্তিতেই কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়ে আমরা কাজ করতাম। প্রতিটি ক্লাসেই নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। পাশাপাশি আমাদের সহপাঠীদের মাঝে গড়ে উঠে বন্ধুত্ব এবং অনুসন্ধানী দলে প্রতিনিধিত্ব করবার ক্ষমতা। আমরা একদল অনুসন্ধানী মন জেনেছি অনুসন্ধানের কায়দা-কানুন। কোর্সটি শেষ হবার পূর্বেই আমাদের অধিকাংশের হাতে ছিল একটি করে গবেষণা প্রস্তাবনা। আমরা প্রত্যেকেই খুঁজে পাই আমাদের পছন্দের ক্ষেত্রটি, গবেষণা শিরোনাম এবং একজন গবেষণা কার্যদর্শী। একজন গবেষক হয়ে ওঠার প্রাথমিক ধাপে পৌঁছাতে আমি বলব, এই এক মাসের অধিক সময়ের যাত্রাটি ছিল বেশ শক্তিশালী। দীর্ঘদিন পর আমি নিয়োমিত ক্লাস করবার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলাম। সময়মত ক্লাসে উপস্থিত হওয়া, ক্লাসের আগে ও পরে বাড়িতে পড়াশোনা করা। ঠিক যেন স্কুল-কলেজের সময়টাই ফিরে গিয়েছিলাম। আমাদের কোর্স কোঅর্ডিনেটর ড. রেজিনা বেগম আমাদের এই অভ্যাস গড়ে তুলতে বেশ কঠোর ছিলেন। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন একজন গবেষকের সময়ানুবর্তী হওয়া কতটা জরুরি। আমার ক্ষুদ্র যাত্রার স্মৃতি কথায় আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে চাই সেই সকল শিক্ষককে যাদের মূল্যবান সময় এবং জ্ঞানে আমাদের এই কোর্সটি এতোখানি অর্থবহ হয়ে উঠতে পেরেছে। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক স্যারকে। আমি আগামীতেও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে পথ চলবার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

তাহুয়া লাভিব তুরা

নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আয়োজনে তৃতীয়বারের মতো ‘গবেষণা পদ্ধতি কোর্স ২০২৫’ সম্পন্ন হলো। ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই কোর্স সাজানো হয় আঠারটি বক্তৃতা দিয়ে। কোর্সের অংশগ্রহণকারী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রথমে অনলাইনে আবেদন করতে হয়েছে। আবেদন যাচাই বাছাইয়ের পর আমাদের প্রায় ত্রিশ জনকে নির্বাচন করা হয়। পাবলিক, প্রাইভেট ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্বাচিত সবার পড়াশোনার বিষয় ছিল বৈচিত্র্যময়। ফলে সবার গবেষণার আগ্রহের বিষয়েও ছিল ভিন্নতা। ৭ ফেব্রুয়ারি কোর্সের উদ্বোধন হয়ে ১৫ মার্চ সমাপ্ত হয়। প্রতি শুক্র ও শনিবার দুইটি করে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, গবেষণা প্রস্তাবনা লিখন, সাহিত্য পর্যালোচনা, তথ্য-সূত্র-উদ্ধৃতির ব্যবহার, গুণগত ও পরিমাণগত গবেষণা পদ্ধতি, মুক্তিযুদ্ধের গবেষণা, সামাজিক গবেষণা, নারীবাদী গবেষণাসহ নৃতাত্ত্বিক বা এথনোগ্রাফিক গবেষণা নির্মোহভাবে কী করে শেষ করতে হয় এসব বিষয় নিয়ে ক্লাসগুলো অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক কোর্সে বক্তব্য প্রদান করেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রী হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছ থেকে গবেষণা শিখতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার বলেই মনে হয়েছে। চিন্তার পরিধিও অনেক ব্যাপৃত হয়েছে।

কোর্সের শুরুতেই সকল অংশগ্রহণকারীদের জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। কোর্স চলাকালীন কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়। প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ছিল বইয়ের রিভিউ লেখা। জাদুঘর থেকে সবাইকে আলাদা আলাদা বই দিয়ে পনেরশ’ শব্দের একটি রিভিউ লিখতে দেওয়া হয়েছিল। পরের অ্যাসাইনমেন্ট ছিল গবেষণা প্রস্তাবনা লিখন। মুক্তিযুদ্ধের বিষয় নিয়ে গবেষণা প্রস্তাবনা জমা দিতে হয়েছে। তারপর গবেষণা প্রস্তাবনাগুলো পর্যালোচনা করে সবাইকে তাদের প্রস্তাবনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। পুনরায় সংশোধিত গবেষণাপত্র জমা নেওয়া হয়। পুরো কোর্স জুড়ে বক্তব্যের পাশাপাশি প্রায়োগিক জায়গাতেও জোর দেওয়ার ফলে কোর্সটি অংশগ্রহণমূলক হয়েছে এবং সকল অংশগ্রহণকারীকে সক্রিয় থাকতে হয়েছে। যার ফলে গবেষণা ভীতি কাটিয়ে সবাই গবেষণার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। দু’ধরনের গবেষণার মধ্যে মূলত গুণগত গবেষণার উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়। ইতিহাসকে কীভাবে বুঝতে হয় তা গবেষণা পদ্ধতি কোর্সের মাধ্যমে বিশদ ধারণা পেয়েছি আমরা।

২২ মার্চ ২০২৫-এ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আনন্দমুখর আয়োজনে সকল অংশগ্রহণকারীকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সেরা প্রস্তাবনা ও বুক রিভিউয়ের জন্য দু’জনকে পুরস্কৃত করা হয়। কোর্সের সবাইকে ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে বিভিন্ন রকম সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন জাদুঘর কতৃপক্ষ। অংশগ্রহণকারী সবাই গবেষণা প্রস্তাবনা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গবেষণা করতে পারবে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে তবে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হওয়া বাকি। বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়ের সঠিক ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা অনেক জরুরি। তাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই উদ্যোগ নিসন্দেহে প্রশংসনীয়। এছাড়া তরুণ প্রজন্মকে গবেষণার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে এই কোর্সটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গবেষণা পদ্ধতি কোর্স চলমান রাখবে বলে প্রত্যাশা করছি।

মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করার জন্য সর্বজন গৃহীত গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রয়োজন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

in Bangladesh : Challenges of Democratization, Dhaka : Prothoma Prokashan, 2015, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Philosophy, Politics and Policies, Dhaka : Prothoma Prokashan, 2023; সহ-লেখক Rehman Sobhan এবং Fifty Years of Bangladesh : Economy, Politics, Society and Culture, UK, Routledge, 2024; সহ-লেখক Rehman Sobhan.

আন্তর্জাতিক অ্যাকাডেমিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের গণহত্যা তুলে ধরতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত স্যামুয়েল টোটেন সম্পাদিত Century of Genocide – Critical Essays and Eyewitness Accounts গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ২৬ পৃষ্ঠাব্যাপী Genocide in Bangladesh অধ্যায়ের তিনি প্রণেতা।

প্রফেসর রওনক জাহান Women for Women-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বর্তমানে Research Initiatives Bangladesh এবং Center for Policy Dialogue-এর বোর্ড সদস্য। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Radcliffe Institute Graduate Society Award লাভ করেছেন এবং Human Rights Watch Asia-এর বোর্ড সদস্য।

প্রথমেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে স্মারক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করায়। যখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমরা যারা নিজেদের চোখে মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি তাদের জন্য এটা অভূতপূর্ব দিন এবং বিষয় ছিল। আমরা বছরের পর বছর অপেক্ষা করছিলাম, একটা রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীন হয়েছি কিন্তু এটার কোন ডকুমেন্টেশন রক্ষা হচ্ছিল না, অনেক কিছুই হারিয়ে যাচ্ছিল। পরে সরকার নয়, কিছু ব্যক্তির উদ্যোগে যখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি সেগুনবাগিচায় আরম্ভ হল, সেটা আমাদের সবার জন্যই একটা অনুপ্রেরণার বিষয় হয়েছিল। তারপর তারা এই জাদুঘরটিকে আজকের এই বিশাল আকারে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে সেটাও আমাদের সবার জন্যই একটা গর্বের বিষয়। যারা প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি, তারা প্রায় ২৯ বছর ধরেই এটার পেছনে কাজ করে চলেছেন, তাদের সবার প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আজকে আমার স্মারক বক্তৃতার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে রাজনীতি, আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গবেষণার জন্য কী ধরনের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। যে কোন দেশেই যদি মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধিকার আন্দোলন হয় যেটা ধারণ করার জন্য গবেষণা ভিত্তিক অনেকগুলো ভালো বই থাকবে, যেগুলো সর্বজনগৃহীত হবে দেশে এবং বিদেশে। আমাদের দেশে ওই ধরনের গবেষণামূলক লেখা খুবই কম। কেন আমাদের দেশে গবেষণা এত কম হচ্ছে? আমাদের রাজনীতি তিনভাবে এটার উপরে প্রভাক ফেলেছে। প্রথমত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা না থাকায় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা কঠিন। দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত তথ্য-উপাত্ত। তারপরে সবার শেষে ইতিহাসের রাজনীতিকরণ। আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধিকার আন্দোলনের বয়ানকে একটা রাজনীতিকরণ করা হয়েছে। প্রথমটা বলি তথ্য সংগ্রহ চ্যালেঞ্জ- আমার পাকিস্তান ফেলিয়ার এন্ড ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন বইটা আরম্ভ করেছিলাম ১৯৬৭ সালে তখন আমি হার্ভার্ডে পিএইচডি করছিলাম। আমার যিনি এডভাইসার ছিলেন প্রফেসর মার ফেন্সর বলেছেন, এটাকে তুমি ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ফেডারিলজমের একটা স্টাডি হিসেবে দেখো কারণ তাহলে তুমি পুরনো সব তথ্যগুলো লাইব্রেরিতে পাবে, আমার ইচ্ছা ছিল কনন্টেম্পরারি আইয়ুব পিরিয়ডটা দেখব। আমি বললাম, না আমি ১৯৫৮- এর পর থেকে আইয়ুব পিরিয়ডটা দেখব। উনি বললেন, তথ্য পাবে কোথা থেকে? তখন আমাকে ডন, পাকিস্তান অবজারভার এবং ইত্তেফাক পত্রিকায় ১০ বছরের ইতিহাস পড়তে হয়েছে। প্রত্যেক দিনের ইতিহাস নোট করে ১০ বছরের ইতিহাসকে সাজাতে হয়েছে। কারণ তখন এমন একটা বই ছিল না যেটা পড়ে আমি ৫৮ সাল থেকে ৬৭ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক দিনের ঘটনা পড়তে পারব। তারপরে দেখলাম অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে লেখা হচ্ছিল কিন্তু রাজনীতি নিয়ে বিশেষ কিছু লেখা ছিল না। ১৯৬৮ সালে আমি দেশে আসলাম ডেটা কালেকশনের জন্য আর কিছু ইন্টারভিউ করার জন্য। ডেটা কালেকশনের জন্য ইকোনমিস্টদের লেখা ছিল অলরেডি কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যে ডিসপারেটি হচ্ছে, মিলিটারির মধ্যে কী ডিসপারেটি হচ্ছে তার সংখ্যাতত্ত্ব ছিল না, ওগুলো তখন গ্যাজেটিয়ার থেকে বের করে কারা কোথা থেকে রিক্রুট হলো এটা দেখতে হয়েছে। তারপরে পার্টির অফিসগুলোতে যাচ্ছিলাম ডেটা কালেকশন করার জন্য। আমাদের দেশে রাজনৈতিক বিষয়ে তথ্য রাখতে মানুষ ভয় পায়, এই ভয়টা এখন না বহু বছর ধরেই, গণতান্ত্রিক পরিবেশের অনুপস্থিতির জন্য। অন্য সবদেশে যেসমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, আমাদের দেশে এই বেসিক ফ্যাক্টস্‌গুলোই নেই। সেইজন্যই আসলে ভালো গবেষণাও হয় না, যেটা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য।

প্রফেসর রেহমান সোবহানের একটা গবেষণাভিত্তিক বই বেসিক ডেমোক্রেসি ইজ এন ওয়ার্কস্ প্রোগ্রাম হাতে পেলাম। ঐ বইটা পড়ে কিন্তু আমার পুরো দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেল। বইটাতে উনি দেখালেন ওয়ার্কস্ প্রোগ্রামটা আইয়ুব খান রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে। বেসিক ডেমোক্রেটস্ যারা আছে তাদেরকে কাছে টানবার জন্য ওয়ার্কস্ প্রোগ্রামটা ব্যবহার হচ্ছে। যেকোনো একটা অর্থনীতির পেছনে যে একটা রাজনীতি থাকতে পারে সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা পেলাম। তখনকার ইতিহাসের দুয়েকটা বইয়ের কথা বলতে চাই যেটা আমার জন্য খুব কাজ করেছে। প্রথমটা হচ্ছে, কামরুদ্দিন আহমেদের 'সোশাল হিস্ট্রি অব ইস্ট পাকিস্তান'। সেখানে ওনার যে বর্ণনাটা আছে সেটা আমার কাছে মনে হয়েছিল ঠিক বর্ণনা। কিন্তু এই বই ব্যানড্ ছিল। বদরউদ্দীন উমরের তিনটা আর্টিকেল ছিল। বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, তারপর সংস্কৃতির সংকট। যে বাঙালিরা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান চেয়েছে, তারপর তারা সেখান থেকে যে অন্যভাবে চলে আসল, খুব ভালোভাবে ঐ তিনটা আর্টিকেলে আর্গুমেন্টস্‌টা উনি সাজিয়েছেন। আরেকটা বই একজন রাশিয়ান লিখেছিল, গ্যাঙ্কোভস্কির বইটা আমার খুবই কাজে লেগেছে। আমি যখন থিসিসটা নিয়ে গেলাম তখন কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস আমাকে বলল, আমরা তোমার থিসিসটা পাবলিশড্ করতে চাই। দুজন রিডার সেটা পড়লেন। একজন ছিলেন প্রফেসর হাওয়ার্ড রিগেন্স, তিনি শ্রীলঙ্কান একজন স্কলার। উনি পড়ে বললেন খুবই ভালো বই। এত তথ্য, এত অবজেক্টিভ। আরেকজন ছিলেন ওয়েনও উইলকক্স। তিনি আবার পাকিস্তানের স্কলার। তিনি বললেন এটা ঠিক বাঙালি যেভাবে ভাবে ওরকম মনোভাব নিয়ে লেখা। কিন্তু যাই হোক, আমার এত তথ্য উপাত্ত সেটা তো আর কিছু করা যায় না। অতঃপর এটা পাব্লিকেশনে গেল। আমি সবসময় ভাবি, যদি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন না হতো, তাহলে আমার বইটাকে সবাই বলত হ্যাঁ বইটাতে তথ্য উপাত্ত আছে। কিন্তু এটা একটু বাঙালি ঘেঁষা।

এরপর আমাকে লিখতে বলা হলো, 'সেঞ্চুরিজ অফ জেনোসাইড'-এ। আমাকে যখন বলল আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। আমি নিজের চোখেই দেখেছি জেনোসাইড কিন্তু বাংলাদেশের জেনোসাইডের কথা পৃথিবীর অনেকেই ভুলে যাচ্ছে। আমাদের দেশের কথা কারও মনেই নেই। তখন আমি মনে করলাম, আমি এটা লিখব। কিন্তু তারপরে যখন আমি এটা লিখতে আরম্ভ করলাম, তখনই আমি দেখলাম আমার সম্পাদক বারেবারে বলছে এটার ফুটনোট দাও, ওটার ফুটনোট দাও, এটার প্রমাণ (এভিডেন্স) কী, ওটার প্রমাণ কী। মানুষ অনেক মারা গেছেই মানে জেনোসাইড না। জেনোসাইডের একটা বিশেষ সংজ্ঞা আছে। এটা টার্গেটেড কিলিং হতে হবে এবং সেটারও একটা এভিডেন্স দেখাতে হবে যে পাকিস্তানিরা আমাদেরকে রেশনালি ইনফিরিওর ভাবত, হিন্দুদেরকে টার্গেট করে মারা হয়েছে। অতএব অনেকগুলো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। তারপরে তারা বলল, একটা আবার আই উইটনেস অ্যাকাউন্টও দিতে হবে। এখন হয়ত অনেক আই উইটনেস অ্যাকাউন্ট হয়েছে কিন্তু নব্বইয়ের প্রথমদিকে আমি কোনো একটা বই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখন একমাত্র রশীদ হায়দারের একটা বই '১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা' সে বইয়ে অনেকগুলো আই উইটনেস অ্যাকাউন্ট ছিল। তখন বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিলাম। এটা আমি বলছি এই জন্য যে ডকুমেন্টেশন বা লিখে রাখা, এটা যে কত জরুরি গবেষণার জন্য সেটা বোঝাতে। জাদুঘরকে ধন্যবাদও জানাচ্ছি এইজন্য যে ডকুমেন্টেশনের কাজটা করা হচ্ছে।

আমাদের ইতিহাস রচনায় রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে, রাজনীতিবিদরাই ইতিহাস রচনা করছেন এবং তারাই তাদের একেকটা বয়ান দিয়ে লোকজনকে খুব কনফিউজড করছেন। যারা অল্পবয়সী, যারা ইয়াং স্কলারস, যারা ছাত্র তারা হয়তো ঘটনাটা কী, সত্যটা কী সেটাই জানে না। আবার অনেকে আছে তারা সত্যটা জানে কিন্তু অনেক সময় ভয়ে কিংবা প্রলোভনেও তারা গবেষণাটা যেভাবে করা উচিত করতে পারছে না। এটাতে আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধিকার আন্দোলন এগুলোর বিভিন্ন ইন্টারপ্রিটেশন নিয়ে গবেষকদের মধ্যে দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু একটা রাজনৈতিক মনোভাব থেকে দেখা এবং বাকিদের আলাদা করে দেওয়ার প্রবৃত্তি থেকে আমাদের বের হতে হবে। আমাদের ইতিহাসটাকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। এটাকে দলীয়করণ করার যে প্রচেষ্টা এতবছর ধরে চলেছে, বিভিন্ন গ্রুপ করেছে সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।

আলোকচিত্রে জাদুঘরের কর্মকাণ্ড

তৃতীয় গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কর্মশালার সনদ বিতরণ

২৫ মার্চ কালরাত্রি স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বালন

২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

বার্ষিক প্রতিবেদন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। এই অর্জন বজায় রাখার জন্য সকলের সহায়তা বহাল রাখা প্রয়োজন। নাগরিকজনের প্রতিষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বেড়ে উঠবে জনগণেরই প্রযত্নে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক, পরমতসহিষ্ণু সমাজ গঠনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। সকলের সহযোগিতায় আমরা সামাজিক সমস্যাগুলো অতিক্রমের ধারা বজায় রাখতে চাই এবং রাখবো বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এজন্যে আমাদের তহবিল সংগ্রহে মনযোগ দিতে হবে। দূর ভবিষ্যতে জাদুঘরের নির্বিঘ্ন পরিচালনা নিশ্চিত করা ট্রাস্টি এবং কর্মীবৃন্দের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আপনাদের কাছে এখানে বিশেষ দৃষ্টিপাত আশা করবো। জাদুঘরের কোন ঋণ নেই কিন্তু স্থায়ী তহবিল গড়ে তুলতে সবার কাছে পুনরায় সহায়তার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা আনন্দের সাথে বলতে পারি গত এক বছরে জাদুঘর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সফল অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরেছে। আমাদের চারটি গ্যালারিতে নিয়মিতভাবে স্মারক প্রদর্শিত হচ্ছে এবং দুটি গ্যালারিতে হয়ে আসছে অস্থায়ী প্রদর্শনী। গত ১ বছরে প্রায় ৭ হাজার দর্শক টিকিট কেটে জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শন করেছেন। উল্লেখ্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপেদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা ফারুক-ই-আজম (বীর প্রতীক) ১৬ নভেম্বর ২০২৪ জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শন করেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিয়মিত স্মারক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কর্মকাণ্ডের আওতায় একাত্তরের বিভিন্ন আলোকচিত্র, ডকুমেন্টস, পত্রিকা ও শরণার্থীদের ব্যবহৃত সামগ্রী সংগ্রহ করে চলেছে। জাদুঘর আউটরিচ এবং রিচআউট কর্মসূচির মাধ্যমে পরিচালনা করে শিক্ষা কার্যক্রম। এর আওতায় আছে ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যের প্রকাশনা। এখন পর্যন্ত ৫৫ হাজার ভাষ্য সংগৃহীত হয়েছে। বর্তমান বছরে ঢাকা মহানগরের ২০ হাজার ছয়শ ৪৮ জন শিক্ষার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যেমন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, ট্যাক্স একাডেমি এবং আর্কাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে জাদুঘর পরিদর্শনে অংশ গ্রহণ করেছে। ২০২৫ সালের নতুন কারিকুলামে মুক্তিযুদ্ধ এবং রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনকে নিয়ে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্য সহায়ক উপকরণ তৈরিতে কাজ করছি আমরা। গত ৮ মে ২০২৪ রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থকে ইউনেস্কো বিশ্বজনের স্মৃতি বা মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড (এশিয়া-প্যাসিফিক রেজিস্টার্ড) ভুক্ত করে যার প্রস্তাবক ছিল মুক্তযুদ্ধ জাদুঘর। এই স্বীকৃতিকে বছরব্যাপী উদ্‌যাপন করে মুক্তযুদ্ধ জাদুঘর। ৮ ডিসেম্বর ইউনেস্কোর অংশগ্রহণে উদ্বোধন করা হয় 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ। এরপর ৩০ ডিসেম্বর 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থপাঠ উৎসবে বেসরকারি পাঠাগারের ৭'শ সদস্য অংশগ্রহণ করে। এই উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে 'সুলতানার স্বপ্ন অবারিত' শ্লোগান নিয়ে প্রথমবারের মতো পঞ্চকন্যার শীতকালীন হিমালয় অভিযান সম্পাদিত হয়। যা বিশ্বজুড়ে সাড়া জাগিয়েছে। আমাদের সেন্টার ফর দা স্টাডিজ অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিজ (সিএসজিজে) গণহত্যা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বছরব্যাপী জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করেছে। গত ২০-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত মির্জাপুরে কুমুদিনী কমপ্লেক্সে দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষকদের অংশগ্রহণে আয়োজিত হয় ১০ম উইন্টার স্কুল। জাদুঘরে আছে গ্রন্থাগার এবং গবেষণা কেন্দ্র যেখানে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রায় ১০ হাজার গ্রন্থ। আমরা চাইবো এসকল গ্রন্থ ও দলিলপত্রাদি ব্যবহার করে নবীন গবেষকবৃন্দ উন্নততর গবেষণাকর্মে নিয়োজিত হোক। আমরা আমাদের ফিল্ম সেন্টারের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ এবং মানবাধিকার বিষয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ, প্রদর্শনী ও কর্মশালার আয়োজন করছি নিয়মিত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন করে প্রায় ২৭ হাজার দর্শনার্থী। এছাড়া আমাদের নিয়মিত প্রকাশনা 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা' বাংলা ও ইরেজি মাধ্যমে প্রতি মাসে ১০ হাজারের অধিক পাঠকের কাছে ইমেইল যোগে পাঠানো হচ্ছে। অনেক দর্শনার্থী আমাদের গ্যালারি, জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ এবং ওয়েব সাইট নিয়ে মতামত দিয়েছেন আমরা সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষে গ্রহণ করি এবং করছি। ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কাজটি ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে করে দিতে সচেষ্ট আছি আমরা। বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে কাজ করে একদল উদ্যমী তরুণ স্বেচ্ছাসেবী। আমরা খুশি এই জন্য যে জাদুঘরের সাথে তাদের সম্পর্ক যেমন আন্তরিক তেমনই সমাজের প্রতিও তারা দায়বদ্ধ। জাদুঘরের স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে যোগদানের জন্য নতুন প্রজন্মের প্রতি আমরা আহ্বান জানাই। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুদানের জন্য আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছেও ঋণ স্বীকার করি এবং ধন্যবাদ জানাই। জাদুঘরের সুরক্ষার জন্য সকলকে আহ্বান করে আবারও দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সকলকে ধন্যবাদ।

শেষ পৃষ্ঠা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official